ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 116 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৬ ● কলকাতা ● ১৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ৩০ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের পরও আতঙ্ক— গণতন্ত্রের ছায়ায় ভয়ের প্রহর, নিশানায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

নিজস্ব সংবাদদাতা:

গণতন্ত্রের উৎসব শেষ হয়েছে, কিন্তু উৎসবের রেশ মুছে যাওয়ার আগেই গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে এক অদৃশ্য আতঙ্কের ছায়া। একদিকে বুদ্ধিজীবী মহলের উচ্চারণ—"গণতন্ত্রের জয় হয়েছে", অন্যদিকে সাধারণ মানুষের বুকের ভিতর জমাট বেঁধে আছে অজানা ভয়। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই পাড়ায় পাড়ায় শোনা যাচ্ছে একটাই ফিসফাস—"ভোটের পর দেখে নেওয়া হবে।"

এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়া অঞ্চলে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। অভিযোগ, ভোট-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যেন নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। হিংসা, হুমকি, চাপ সৃষ্টি—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের দিন কাটছে আতঙ্কে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিশেষভাবে নিশানায় উঠে এসেছেন দৈনিক "রোজ দিন" পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মৃত্যুঞ্জয় সরদার। দীর্ঘদিন ধরে কলমের মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় তিনি বারবার হুমকির মুখে পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, সমাজবিরোধীদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণের ছক কষছে।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। জীবনতলা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাঁরা নাকি পুরো ঘটনাকেই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন উঠছে, যদি একজন সাংবাদিকের প্রাণহানি ঘটে, তবে তার দায়ভার কি এড়াতে পারবে প্রশাসন?

মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একাধিকবার থানার দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন নিরাপত্তা প্রদান করা হল না, তা নিয়েও উঠছে বড় প্রশ্ন।

গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, "পুলিশ যদি নিরপেক্ষ থাকত, তাহলে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। সমাজবিরোধীরা এতটা সাহস পেত না।" তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের একাংশের নীরব সমর্থনেই দুষ্কৃতীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছে, এখন তাঁর জীবনের উপর ঝুঁকি আগের থেকে অনেক বেশি। শুধু তিনিই নন, তাঁর পরিবারের সদস্যরাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

একজন সম্পাদক, একজন লেখক, একজন বুদ্ধিজীবীর কলম যদি স্তব্ধ হয়ে যায় ভয়ের চাপে—তবে তা শুধু একটি ব্যক্তির পরাজয় নয়, তা গণতন্ত্রের পরাজয়। প্রশ্ন আজ একটাই—গণতন্ত্র কি সত্যিই জয়ী হয়েছে, নাকি ভয়ের কাছে মাথা নত করেছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে হেদিয়ার মানুষ। আর সেই উত্তর নির্ভর করছে প্রশাসনের ভূমিকার উপর—তারা কি নীরব দর্শক হয়ে থাকবে, নাকি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে?

সময়ই তার জবাব দেবে।

পর্ব 275

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এটা হওয়া চাই, শারীরিক জবরদস্তি থেকে হওয়া চাই না।

আমার সকাল কখন হত আর সন্ধ্যা কখন হত জঙ্গলে এটা আমি বুঝতেই পারতাম না। আমি এখানে এসেছি কতদিন হল, কে জানে? **ক্রমশঃ**

ফালাকাটায় পাখি শিকারে যুবক আটক, বন দপ্তরের তৎপরতায় রক্ষা পেল প্রকৃতি

হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, ফালাকাটা

পাখির কূজনেই ভোরের সূচনা- সেই সুরেই জেগে ওঠে প্রকৃতি ও মানুষের মন। পাখিরা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না,পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সেই নিরীহ পাখিদের ওপরই নেমে আসছে মানুষের নির্মমতা, যা পরিবেশের জন্য এক গভীর উদ্বেগের কারণ। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা এলাকার দুলাল দোকানের সংলগ্ন কোচবিহার চা-বাগান চত্বরে মঙ্গলবার অবৈধভাবে পাখি শিকারের অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে বন দপ্তর। ধৃতের কাছ থেকে একটি বাটুল (গুলতি) উদ্ধার করা হয়েছে, যার সাহায্যে সে পাখি শিকার করছিল বলে অভিযোগ। বনকর্মীদের দ্রুত ও তৎপর পদক্ষেপে এই বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে এবং বহু পাখির প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তদন্তের স্বার্থে আপাতত অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় গোপনে পাখি শিকারের ঘটনা চলছিল। খবর পেয়ে বন দপ্তর পরিকল্পিতভাবে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে। এই ঘটনার পর এলাকাজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ রোধ করা যায়।দোয়েল, ডাহুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি কেবল প্রকৃতির অলংকার নয়, তারা পরিবেশের সুস্থতার প্রতীক। বন্যপ্রাণীর ওপর আঘাত মানেই প্রকৃতির ওপর আঘাত- এই সত্যই আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল এই ঘটনার মাধ্যমে। তাই প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সকলের সম্মিলিত সচেতনতা এখন সময়ের দাবি।

বুথের ভেতর রহস্যময় 'বাল্ব ক্যামেরা'! নজরে আসতেই নজিরবিহীন অ্যাকশনে নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে নতুন করে সতর্ক হয়েছে নির্বাচন কমিশন । ভোটগ্রহণের প্রস্তুতির মধ্যেই কয়েকটি বুথে সন্দেহজনক 'বাল্ব ক্যামেরা' থাকার সম্ভাবনার খবর সামনে আসায় প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।নির্বাচন কমিশন (Election Commission) সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের আগে কিছু বুথে এমন ডিভাইস থাকার সম্ভাবনার তথ্য পাওয়ার পরই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক, সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং

প্রিজাইডিং অফিসারদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিশেষ করে বুথের ভেতরে ইভিএমের উপরে বা সিলিংয়ের আশপাশে লাগানো বাল্বগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, ভোটগ্রহণের সময় কোনও গোপন ক্যামেরা থাকলে ভোটারের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, যা নির্বাচন বিধির পরিপন্থী। তাই কোনও বুথে সন্দেহজনক ডিভাইস দেখা গেলে দ্রুত তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা

এরপর ৩ পাতায়

ফলতার পর এবার সরানো হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএম-কে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনের মুখে প্রশাসনিক রদবদলে বড়সড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন । ফলতার জয়েন্ট বিডিও-র পর এবার সরানো হল দুই জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিককে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্কর পালকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়ে সিইও জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুলিশকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এরপরেও যদি কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদেরই তার দায়ভার নিতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্ট্রং রুমের ক্যামেরা নিয়ে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কোনও যান্ত্রিক সমস্যা বা লোডশেডিংয়ের বিষয় থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারে। এছাড়া ভবানীপুরসহ সব বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে পরিচয়পত্র ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেকোনো গণ্ডগোলের ক্ষেত্রে অবজারভারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে সেই সব বুথে পুনরায় ভোট (রিপোল) গ্রহণ করা হবে।এদিকে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বুথের ভেতর রহস্যময় 'বাল্ব ক্যামেরা'! নজরে আসতেই নজিরবিহীন অ্যাকশনে নির্বাচন কমিশন

হয়েছে। তবে কোন জেলা বা নির্দিষ্ট এলাকায় এই ধরনের অভিযোগ এসেছে, তা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। কমিশন স্পষ্ট করেছে, ভোটের দিনে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।ভোটের স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে কমিশন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিশেষ নির্দেশ জারি করেছে।

বাল্ব ক্যামেরা বলতে এমন এক ধরনের নজরদারি যন্ত্রকে বোঝায়, যা দেখতে সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের মতো হলেও তার ভিতরে ছোট আকারের ক্যামেরা লুকিয়ে থাকে। সাধারণত যেখানে বাল্বের ফিলামেন্ট থাকার কথা, সেই অংশেই ক্যামেরাটি বসানো হয়। বাজারে এই ধরনের ডিভাইস সহজেই পাওয়া যায় এবং এর দাম আনুমানিক ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে। বাইরে থেকে সাধারণ বাল্বের মতো দেখতে হওয়ায় এটি সহজে চিহ্নিত করা কঠিন।

(২ পাতার পর)

ফলতার পর এবার সরানো হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএম-কে

আধিকারিক । বর্তমানে রাজ্যে ২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সব পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

সিইও স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিং ও কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে কড়া নজরদারি চলছে। অভিযোগ পেলেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ভোটারদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'নিভর্যে নিজের ভোট নিজে দিন, কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আমি নিজেও প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখব।'

ভোটের শেষলগ্নে নোয়াপাড়ায় ছাপ্পা! অর্জুনের সামনেই বাহিনীর হাতে মার খেলেন তৃণমূল কাউন্সিলর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ যখন শেষের পথে, ঠিক তখনই নজিরবিহীন অশান্তিতে উত্তপ্ত হল নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা এলাকা। বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ১৩ নম্বর ওয়ার্ড।এই ঘটনার পর নোয়াপাড়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ব্যাপক পুলিশ বাহিনী ও অতিরিক্ত আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে। উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে থমথমে পরিবেশ। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জওয়ানরা এলাকায় রুট মার্চ করছেন। ভোটের শেষ লগ্নে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই 'ভোট যুদ্ধ' নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর ফের একবার বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। কমিশনের তরফে যদিও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি এখনও।পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হাতে মার খেতে হয় তৃণমূলের বর্তমান কাউন্সিলর ও তাঁর স্বামীকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলের দিকে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বুথে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট চলছে বলে খবর পান বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। অভিযোগ ওঠে, ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুপ্রিয়া দাস, তাঁর স্বামী এবং একদল অনুগামী বুথের ভেতর ভোটারদের প্রভাবিত করছেন এবং বেআইনিভাবে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছেন। খবর পাওয়া মাত্রই

এরপর ৬ পাতায়

মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভোট দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সমীক্ষায় একাধিক সমীক্ষক সংস্থা বিজেপিকে এগিয়ে রাখলেও গত দু'বারের মতো এবারও সেসব মিলবে না বলে দাবি করছে শাসকদল। তৃণমূল সূত্রের খবর, এক্সিট পোলে ইঙ্গিত যা-ই হোক, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল যে চতুর্থবার সরকার গড়তে চলেছে তাতে শাসকদলের অন্দরে সংশয় নেই।আরও একাধিক ফ্যাক্টর তাঁদের পক্ষে কাজ করবে বলে মনে করছে শাসক শিবির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্য থেকে এসেছেন স্রেফ ভোট দিতে। এমনিতে এই পরিযায়ীদের একটি বড় অংশ বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে ভোট দিতে আসেন না। পঞ্চায়েত ভোটে নিজেদের উদ্যোগে বহু নেতা এদের নিয়ে আসেন। কিন্তু এবার এই পরিযায়ীরা ভোট দিতে এসেছেন স্রেফ এসআইআর ভীতিতে। অনেকেরই ধারণা এবার ভোট দিতে না পারলে পরে সমস্যা হবে। তৃণমূল মনে করছে, যেভাবে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বাড়ছে, তাতে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট অন্তত অন্য কোনও ভোটবাক্সে যাবে না। তাছাড়া ভোট দেওয়ার সময় SIR হেনস্তার কথাও মাথায় রেখেছেন পরিযায়ীরা। ইতিহাস বলছে, গত বিধানসভা নির্বাচনেও সিংহভাগ এক্সিট পোল বিজেপি সরকার

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটের পরেও বাংলায় মোতায়েন থাকছে ৭০০ কোম্পানি বাহিনী

একেবারে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখল বাংলার মানুষ। কিন্তু চ্যালেঞ্জ অন্য জায়গায়। গত নির্বাচনের পরেই ভোট পরবর্তী হিংসায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কমিশনকে। কার্যত অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ভোট মিটে যাওয়ার পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের।অন্যদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের শেষবেলায় বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে ফোন করে নির্বাচনের পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শুধু তাই নয়, সবাই যাতে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে সুব্রত গুপ্তকে নির্দেশ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দেন বলে খবর। এরপরেই সুব্রত গুপ্ত জানান, সন্ধে ৬টার পর কোনও ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের লাইন থাকলে ভোটগ্রহণ অব্যাহত থাকবে। কমিশনের বক্তব্য, সন্ধে ৬টার পর ভোট দেওয়া যাবে না বলে অনেকে ভুয়ো খবর রটাচ্ছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ পর্যবেক্ষককে ফোন করে বিশেষ এই নির্দেশ দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।জানা যাচ্ছে, ৭০০ কোম্পানি বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হচ্ছে ভোটের পরেও। এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের শেষবেলায় বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে ফোন করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

আজ, বুধবার দ্বিতীয় দফায় ৭ জেলার ১৪২টি বিধানসভা আসনে ভোট ছিল। এই দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট দানের হার ৮৯.৯৯ শতাংশ। প্রথম দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৮৯.৯৩ শতাংশ। অন্যদিকে এই দফাতে কোনও জায়গাতেই বড় কোনও অশান্তির খবর সামনে আসেনি। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুধু তাই নয়, রাজ্য পুলিশকেও কার্যত 'দাবাং'য়ের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। ভোটের পরেও যাতে এই পরিস্থিতি বজায় থাকে সেজন্য ৭০০ কোম্পানি বাহিনীকে বাংলায় মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত কমিশনের। একবার্তায় কমিশন জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাহিনী রাজ্য মোতায়েন থাকবে। নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষোলোতম পর্ব)

একটি ছোট গ্রাম । প্লাবন সমভূমিরে সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত । পূর্বে তারাপীঠ বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি মাতৃভক্ত ব্যামাক্ষেপা অর্থাৎ বামদেবের এক নামে তারাপীঠকে চেনা যায়। তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যাপা (১৮৪৩ – ১৯১১)। তবে পৌরাণিক ইতিহাসের,লোকশ্রুতি বলে দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণ বিসর্জনের পর শিবের উন্মাদনা আর বিষ্ণুর সুদর্শণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভবানীপুরে ঘেরাও শুভেন্দু!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সকাল থেকেই রীতিমতো ফুটছে ভবানীপুর। একেবারে সম্মুখ সমরে মমতা-শুভেন্দু। সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিল। বেলা ১২টার পর তা চরমে ওঠে। দুই পক্ষই সকাল থেকে বিভিন্ন বুথে বুথে ঘুরছিলেন। পৌনে বারোটা নাগাদ শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছয় জয় হিন্দ ভবনে। আর তাতেই তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুভেন্দুকে ঘিরে 'জয় বাংলা' স্লোগান শুরু হয়।শুভেন্দুর ফোনের ১০ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যায় ফোর্স। কালীঘাটে রীতিমতো লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ হঠাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে।পাল্টা শুরু হয় 'জয় শ্রী রাম' স্লোগানও। সে সময়ে দুপক্ষের কয়েকশো কর্মী সমর্থকের ভিড় সেখানে। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সেখানে ছিলেন। কিন্তু একটা সময়ে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া তাঁদের কার্যত হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়। শুভেন্দুকে ঘিরে তখন কয়েকশো মানুষের ভিড়। চলছে স্লোগান পাল্টা স্লোগান। দেখা যায় গাড়ির সামনে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর্লি ইন্ডিয়ান্স-এর লেখক টোনি জোসেফ এই আউটার এরিয়ান তত্ত্বে আস্থা প্রকাশ করে পূর্ব ভারতে আউটার এরিয়ানদের বসবাসের কথা বলেন)-দের কথাও বলা হয়। হরপ্পা সভ্যতায় এই তথাকথিত অ্যালপাইন আর্য

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভোট দিলেন মমতা

গড়ছে-এমন ইঙ্গিতই দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রেকর্ড সংখ্যক আসন নিয়ে সরকার গড়ে তৃণমূল। ২০২৪-এ কেন্দ্রে এনডিএ ৪০০ পার করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেয় বহু সমীক্ষক সংস্থা। কিন্তু বাস্তবে সেটারও ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি পদ্ম শিবির। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকেও বেশ খানিকটা দূরে থেমে যায় নরেন্দ্র মোদির বিজয়রথ। এবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে বলে মনে করছে তৃণমূল। শাসকদলের একাংশের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল শুধু আগেরবারের শক্তি ধরে রাখবে তা-ই নয়। বিজেপির জেতা আসনেও থাবা বসাবে।

কোন অঙ্কে এত আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল? শাসকদলের বক্তব্য, রাজ্যে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ ভোট দিচ্ছে সেটা মূলত এসআইআরের বিরোধিতা করে। ভোট না দিলে পরে সমস্যা হতে পারে এই আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছে ভোটারদের মধ্যে। সেই আশঙ্কা থেকেই মানুষ ভোট দিয়েছেন। সুতরাং এবারের যে বিপুল ভোটের হার সেটা মূলত এসআইআর বিরোধী ভোট। ফলে সেই ভোট পুরোটাই তৃণমূলের পক্ষে পড়বে।তাছাড়া শাসকদলের মূল ভরসা অবশ্যই এম ফ্যাক্টর। এম অর্থাৎ মহিলা, মুসলিম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রথম দফার ভোটে জেলায় জেলায় মহিলা ভোটারদের ভিড় ছিল রীতিমতো লক্ষণীয়। শাসকদলের বিশ্বাস, এই মহিলা ভোটের সিংহভাগ পড়বে জোড়াফুলেই। তৃণমূলের দ্বিতীয় এম ফ্যাক্টর হল মুসলিম। রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ব্যাপক হারে ভোট পড়েছে। কিছু কিছু পকেটে সংখ্যালঘু ভোটে হয়তো সামান্য চিড় ধরাবে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ বা আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, তবে সেটা নগণ্যই। সার্বিকভাবে SIR-অত্যাচারে ক্ষুব্ধ সংখ্যালঘুরা বিজেপির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তৃণমূলের পাশেই থাকবে বলে আশাবাদী শাসক শিবির। তাছাড়া বিজেপি যেভাবে নিজেদের সংকল্প পত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেটাতেও ভীত সংখ্যালঘুরা। তাই কোনও কোনও মহলে অসন্তোষ থাকলেও সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের সঙ্গে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তৃণমূলের তৃতীয় এম 'ফ্যাক্টর' অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। রাজ্যে বিজেপি যতই চেষ্টা করুক, দিল্লির নেতারা এসে যতই রাজ্য দখলের জন্য সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ নীতি গ্রহণ করুক, তাঁরাও জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারেকাছে কোনও গ্রহণযোগ্য মুখ তাঁদের কাছে নেই। মমতা এখনও বাংলা-বাঙালির 'রক্ষাকর্তা' হিসাবে এখনও মমতার উপরই আস্থা রাখবেন ভোটাররা। অন্তত তৃণমূলের এমনটাই ধারণা।

ভবানীপুরে ছাপ্পায় ৭৫০ ভুয়ো আঙুল', বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোট-বঙ্গে আজ দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। সকাল ৭টা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুর। যেখানে নিজের দুর্গ রক্ষায় লড়ছেন খোদ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির হেভিওয়েট তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১-এর নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তি কি হবে ২০২৬-এ ভবানীপুরে? নাকি নিজের দুর্গ অটুট রাখতে পারবেন ভবানীপুরের 'ঘরের মেয়ে' মমতা?প্রসঙ্গত, এদিন দ্বিতীয় ভোটের শুরুতেই সাতসকালে বেনজিরভাবে রাস্তায় নামেন মমতা। ঘুরে দেখেন ভবানীপুরের অলিগলি। ভবানীপুরের অলিগলি ঘুরে তারপরই বিস্ফোরক অভিযোগ মমতার। বলেন, "কাল যা তাণ্ডব হয়েছে, সারারাত আমি আর অভিষেক জেগেয়। সারা রাত ঘুমোইনি, অভিষেকও জেগে ছিল।" কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে

তাণ্ডব থেকে তৃণমূল কর্মীদের তুলে নেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। ভোটের সকালে বিস্ফোরক মমতা। নিজের গড়ে দাঁড়িয়েই লড়াইয়ের মেজাজে তৃণমূল নেত্রী।সেই রায় আজ ইভিএম বন্দি হওয়ার পালা। সকাল ৯টা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোটের হার ১৭.০৮%।

এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই ভবানীপুরের ভোট নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর বিস্ফোরক অভিযোগ, ভবানীপুরে ছাপ্পা দিতে ৭৫০টি ভুয়ো আঙুল কিনেছে তৃণমূল। ভবানীপুরে ভোট কারচুপির জন্যই এই ৭৫০টি নকল আঙুল কিনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলর ভবানীপুর কেন্দ্রে ভুয়ো ভোট দেওয়ার জন্য "শত শত কৃত্রিম আঙুল" জোগাড় করেছেন। বলেন, "৭০০-র বেশি এমন কৃত্রিম আঙুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা। আমরা এ ধরনের কাজ হতে দেব না।"

শুভেন্দু অধিকারী আরও অভিযোগ করেন, বুথ স্লিপ বিতরণেও অনিয়ম হয়েছে। দাবি করেন, ভবানীপুরে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) দেওয়া ৩,৮১০টি স্লিপ বিতরণ করা যায়নি, ফেরত এসেছে। বলেন, "এইসব ভোটারদের তালিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।" শুভেন্দুর কথায়,"ভবানীপুরের মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। তারা ভোটের মাধ্যমে তার জবাব দেবে।" পাশাপাশি তিনি আরও জানান, এই অভিযোগের সমস্ত "নমুনা" নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন।

যদিও শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী এই দাবিকে "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "গণতন্ত্রে এ ধরনের কিছু সম্ভব নাকি? এসব না সম্ভব, না কখনও হয়। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ, এর কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

[চতুর্থ পর্ব]

প্রথমে বলি কচ্ছের রানের কথা। বর্ষা শেষ হতেই এখানকার মাটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ফ্ল্যামিংগো এখানে আসে। সারা এলাকা গোলাপী রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। তাই একে ফ্ল্যামিংগো সিটি বলা হয়। এই পাখি এখানেই বাসা বানায় এবং নিজেদের বাচ্চাদের বড় করে। কচ্ছের মানুষ এদের লাখাজির বারাতি বলেন। এখন লাখাজির এই বারাতিরা কচ্ছের পরিবেশ-সংরক্ষণের খুব সুন্দর প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বন্ধুরা, দ্বিতীয় ঘটনাটি মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহযোগিতার। এটি উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। এখানে তরাই অঞ্চলে ফসলের সময় হাতির দল গ্রামের দিকে আসে। এতে সংঘর্ষের আশঙ্কা বাড়ে। কিন্তু এখন ইউপিতেও "গজমিত্র"-র মত প্রয়াস শুরু হয়েছে। গ্রামের মানুষই দল তৈরি করে হাতিদের উপর নজর রাখেন, সময় থাকতে থাকতে মানুষদের সতর্ক করেন। এতে সংঘর্ষ কম হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে ভরসা বাড়ছে।

বন্ধুরা, মধ্য ভারত থেকেও একটি ভালো খবর এসেছে। ছত্তিশগড়ে ব্ল্যাকবাক (Blackbuck) অর্থাৎ কৃষ্ণসার হরিণ আবার দেখা যাচ্ছে। একসময় এদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল, কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা চালানো হয়েছিলো এবং সংরক্ষণের কাজ বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। এখন এদের আবার খোলা প্রান্তরে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। এটি আমাদের হারিয়ে যেতে থাকা ঐতিহ্যের প্রত্যাবর্তন।

একই ধরনের আশা দেখা যাচ্ছে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড (Great Indian Bustard) অর্থাৎ গোদাবণ পাখি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও। এই পাখি আমাদের মরুভূমি এলাকার পরিচয় বহন করত। কিন্তু, একসময় এর সংখ্যা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে এই পাখিটি প্রায় বিলুপ্তির পথে পৌঁছে গিয়েছিল। এখন এদের সংরক্ষণের জন্য বড় ধরনের অভিযান চলছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে এবং এখন নবজাতকের আবির্ভাবও দেখা যাচ্ছে।

বন্ধুরা, প্রকৃতি এবং মানুষ আলাদা নয়। আমরা একে অপরের সঙ্গী। যখন আমরা প্রকৃতিকে বুঝি, তাকে সম্মান করি এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলি, তখন পরিবর্তন স্পষ্ট দেখা যায়। আজ এই পরিবর্তনই দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে নতুন আশার আলো নিয়ে সামনে আসছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, উত্তর-পূর্ব ভারত (Northeast) আমাদের সকলের কাছে অষ্টলক্ষ্মী হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রতিভার প্রাচুর্য রয়েছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘মন কি বাত’-এও আমরা প্রায়েই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের নানান ক্ষেত্রে অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এমনই আরেকটি সাফল্যের কথা আলোচনা করব এবং সেটি হলো - বাঁশজাত শিল্পে (Bamboo sector) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাফল্য।

বন্ধুরা, যে জিনিসটিকে একসময় অপ্রয়োজনীয় বোঝা হিসেবে দেখা হতো, তা আজ কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করছে। আমাদের মা-বোনেরা এর ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে বাঁশের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার ফলে কত বড় পরিবর্তন এসেছে। বন্ধুরা, ইংরেজদের তৈরি আইন অনুযায়ী বাঁশকে বৃক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত নিয়মগুলো খুব কঠোর ছিল। যেকোনো জায়গায় বাঁশ নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ছিল। এমন পরিস্থিতিতে এখানকার মানুষজন বাঁশের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কাজকর্ম থেকে দূরে সরে

ক্রমশঃ

(৪ পাতার পর)

ভবানীপুরে ঘেরাও শুভেন্দু!

দাঁড়িয়ে মোবাইলে কিছুক্ষণের ভিডিয়ো করেন শুভেন্দু। তারপর সরাসরি ফোন। ফোনে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘হুলিগ্যান্স অ্যাটাক মি। বুথ নম্বর ২১৭’ পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে শোনা যায় তাঁকে। তিনি বলতে থাকেন, যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, প্রত্যেকেই বহিরাগত।

তার পরের কয়েক মুহূর্ত। সেখানে পৌঁছে যান কাউন্সিলর কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজরি ও শুভেন্দু একেবারে মুখোমুখি চলে আসেন। কাজরি বলেন, “উনি এসেছেন, ওনার সঙ্গে RAF এসেছে। অযথা শান্তিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে এসে অশান্তি করছে। যারা ভোটের লাইনে ছিলেন, তারাই বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমরা এসে থামানোর চেষ্টা করছি।”

(৩ পাতার পর)

ভোটের শেষলগ্নে নোয়াপাড়ায় ছাপ্পা! অর্জুনের সামনেই বাহিনীর হাতে মার খেলেন তৃণমূল কাউন্সিলর

অনুগামীদের নিয়ে সশরীরে ওই ওয়ার্ডে পৌঁছে যান অর্জুন।

হাতেনাতে পাকড়াও ও সংঘর্ষ

তিনি বুথে ঢোকা মাত্রই চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, তিনি সুপ্রিয়া দাসের স্বামী ও তাঁর অনুগতদের ছাপ্পা দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে তীব্র বাদানুবাদ এবং পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই বুথে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সক্রিয় হন। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এবং অভিযুক্তদের সরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কাউন্সিলর সুপ্রিয়া দাস, তাঁর স্বামী ও সহযোগীদের ওপর লাঠিচার্জ করেন ও মারধর করেন।

রাজনৈতিক চাপানউতর

ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন অর্জুন সিং। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, "গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলছে। কাউন্সিলর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছাপ্পা ভোট করাচ্ছিলেন। আমরা হাতেনাতে ধরেছি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঠিক কাজ করেছে।" অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, অর্জুন সিং স্রেফ গায়ের জোরে বুথে ঢুকে অশান্তি পাকিয়েছেন, হামলা চলেছে তাঁদের মহিলা কাউন্সিলরের ওপর।

সিনেমার খবর

১৬০ কোটিতে বিক্রি হচ্ছে রজনীকান্তের সিনেমা 'জেলার ২'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার রজনীকান্ত অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'জেলার ২' ঘিরে নতুন করে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এ সিনেমাটি নাকি প্রায় ১৬০ কোটি রুপিতে অনলাইনে বিক্রি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

একটি গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর সঙ্গে ১৬০ কোটি রুপিতে 'জেলার ২' সিনেমা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই স্ট্রিমিং স্বত্ব চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

তবে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। এর আগে ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'জেলার' সিনেমাটি প্রায় ৭৫ কোটি রুপিতে ওটিটি স্বত্ব বিক্রি করেছিল বলে জানা গেছে। সে তুলনায় 'জেলার ২'-এর সম্ভাব্য চুক্তির অঙ্ক অনেক বেশি, যা সিনেমাটির প্রতি বাড়তি আগ্রহের ইঙ্গিত দিয়েছে।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে নতুন করে আলোচনায় আসে 'জেলার ২' সিনেমার একটি দৃশ্য ফাঁস হওয়ার ঘটনায়। সে ঘটনায় নির্মাতারা দর্শকদের সেই ভিডিও ছড়িয়ে না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে 'জেলার ২' সিনেমার পর এ বর্ষীয়ান অভিনেতাকে দেখা যেতে পারে 'থালাইভার ১৭৩' সিনেমার একটি প্রজেক্টে। এ ছাড়া পরিচালক নেলসন দিলীপ কুমারের পরিচালনায় নির্মিত অ্যাকশনধর্মী সিনেমায় আবারও 'টাইগার' মুথুভেল পান্ডিয়ান চরিত্রে ফিরছেন রজনীকান্ত। এ সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, অভিনেত্রী বিদ্যা বালান, এস জে সূর্য, সুরাজ ভেঞ্জারামুড়ু প্রমুখ।

একসময় শোনা গিয়েছিল, শাহরুখ খান একটি বিশেষ চরিত্রে থাকতে পারেন এ সিনেমায়। তবে ব্যস্ততার কারণে তিনি নাকি প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আগের কিস্তির মতো মোহনলাল ও শিব রাজকুমারকেও দেখা যাবে। আবার ভবিষ্যতে কমল হাসানের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রকল্পেও তার অভিনয়ের কথা রয়েছে।

নারী সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ হেমা-কঙ্গনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনী ও কঙ্গনা রানাউত অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে তারা দুজনেই সংসদ সদস্য। সম্প্রতি লোকসভায় নারী সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এ দুই অভিনেত্রী। নারী সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় অভিনেত্রী হেমা মালিনী ও কঙ্গনা রানাউত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। দুজনেই গভীরভাবে হতাশ এবং এই দিনটিকে নারীর জন্য সবচেয়ে খারাপ দিন বলে অভিহিত করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে হেমা মালিনী লিখেছেন, গতকালকের সংসদীয় অধিবেশনে নারী সংরক্ষণ বিলটি সংসদে আটকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, যেসব নারী জাতীয় বিষয়ে বৃহত্তর অংশগ্রহণের আশা করছিলেন, তাদের জন্য এটি একটি দুঃখের দিন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বেশ হতাশ। কারণ ভোটের ঠিক আগে আমি সংসদে বিলটির গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেছিলাম।

এ বিল প্রসঙ্গে কঙ্গনা রানাউত বলেন, আজ (১৮ এপ্রিল) যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। এটা চরম লজ্জাজনক। কঙ্গনা আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস দল সব সীমা অতিক্রম করেছে এবং ভারতের মেয়েদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে।

বিরোধীরা দাবি করেছিল যে, সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সরকার দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পশ্চিমসহ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতি অবিচার করছে। বিরোধীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে, তারা নারী সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করলেও এই সাংবিধানিক সংশোধনীর ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতি অবিচার হবে—এ যুক্তিতে তারা এর বিরোধিতা করে। যেহেতু এই বিলটি একটি সাংবিধানিক সংশোধনী ছিল, তাই এটি পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। বিধানসভায় সরকারের এ সংখ্যক ভোট ছিল না।

নারী সংরক্ষণ বিলের লক্ষ্য হলো—লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোতে নারীর জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা। নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত হয়ে গেলে, মহিলা এমপি বা এমএলএরাই বিধানসভায় নির্বাচিত হবেন।

উল্লেখ্য, অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতকে শেষবার দেখা গেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত 'ইমার্জেন্সি' সিনেমায়। এ সিনেমায় তিনি ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি শুধু এতে অভিনয়ই করেননি, সিনেমাটি পরিচালনাও করেছিলেন। এরপর তাকে আর মাধবনের বিপরীতে 'সার্কেল' সিনেমায় দেখা যাবে। এর মাধ্যমে তিনি হলিউডেও পা রাখতে চলেছেন। অন্যদিকে হেমা মালিনীকে সর্বশেষ ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শিমলা মির্চি' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল। এরপর থেকে হেমা আর কোনো সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হননি।

এবার আলিয়ার সঙ্গে রোম্যান্স করতে আসছেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অ্যাকশনধর্মী সিনেমায় বেশি দেখা গেছে। 'পাঠান' ও 'জাওয়ান'-এর মতো সিনেমায় কাজ করার সময় কয়েকবার আঘাত পাওয়ার কথাও জানা গেছে। সেই বিবেচনায় কিছুটা স্বস্তিদায়ক কাজ হিসেবে রোমান্টিক ঘরানার সিনেমায় ফেরার কথা ভাবছেন— এমনটিই ধারণা করছেন সিনেমাসংশ্লিষ্টরা।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির আটকে যাওয়া সিনেমার কাজ নতুন করে শুরু হতে পারে। এতে শাহরুখ খান ও আলিয়া ভাট জুটি দেখা যেতে পারে। পরিচালক তার পরবর্তী সিনেমায় শাহরুখ খানের বিপরীতে আলিয়াকে নিতে পারেন।– এমন গুঞ্জনই সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে ছড়িয়েছে। এর আগে সালমান খানকে নিয়ে পরিকল্পনা থাকলেও সেটি আর এগোয়নি। নতুন করে সেই প্রোজেক্টে শাহরুখ খানকে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী জুনের মধ্যে সিনেমাটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে বাদশাহর কাজের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ২০০২ সালে 'দেবদাস' সিনেমায় তারা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। এরপর দীর্ঘ ২৪ বছর পার হলেও বানসালির ফ্রেমে আর দেখা মেলেনি বাদশাহর।

আবার পরিচালকের সঙ্গে প্রিয় পাত্রী হিসেবে পরিচিত আলিয়া ভাট আগে শাহরুখের সঙ্গে 'ডিয়ার জিন্দেগি' সিনেমায় কাজ করলেও সেখানে তাদের সম্পর্ক ছিল মেন্টর ও শিক্ষার্থীর। তবে 'ইনশাআল্লাহ' সিনেমায় তাদের প্রথমবারের মতো পর্দায় রোম্যান্স করতে দেখা যাবে বলে জানা গেছে।

মুল্লানপুরে শুভম-ফেরেইরার 'দ্বৈতশাসন', প্রথমবার হারের মুখ দেখল পাঞ্জাব!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লটা বাউন্ডারির বাইরে যেতেই গ্যালারিতে দেখা গেল বেশ কিছু খুদে সমর্থককে। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে তিন শিশু, যাতে পাঞ্জাব জিতে যায়। কিন্তু ভগবান হয়ত আজ পাঞ্জাবকে নিরাশ করতেই চেয়েছিলেন। তাই অষ্টম ম্যাচে এসে অবশেষে হারের স্বাদ পেল পাঞ্জাব কিংস। শেষ ৪ ওভারে দুরন্ত ব্যাট করেছিলেন অজি অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোয়নিস ঝড় তুলেছিলেন। তখনও কি পাঞ্জাব ভেবেছিল, শুভম দুবে ও ডোনোভান ফেরেইরা – এই দুজনই পাঞ্জাবের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে উঠবেন? তাঁদের ব্যাটেই ৬ উইকেটে পাঞ্জাবকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল রাজস্থান রয়্যালস।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। ব্যাটে নেমে শুরু থেকেই ঝড় তুলেছিলেন গত ম্যাচের দুই হিরো প্রভসিমরণ সিং ও প্রিয়াংশ আর্য। ১১ বলে ২৯ রান করে ফিরলেন প্রিয়াংশ। এই আইপিএল যেন স্বপ্নসফর হয়ে ধরা দিয়েছে প্রিয়াংশের কাছে। প্রভসিমরণ আজও অর্ধশতরান পেলেন। ৪৪ বলে ৫৯ রান করলেন তিনি। তাঁরা আউট হতেই অধিনায়ক শ্রেয়স ও কুপার কনোলির ক্যামিও। দুজনেই ৩০ রান করে আউট হলেন। শেষ তিন ওভারে ঝড় তুললেন মার্কাস স্টোয়নিস। তাঁর ২২ বলে ৬২ রানের ইনিংসের সৌজন্যেই ২০ ওভার শেষে পাঞ্জাব পৌঁছল ২২২/৪ রানে।

জবাবে ব্যাটে নেমে আজকেও নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই ব্যাট করেছেন দুই রাজস্থানি ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সোয়াল। ১৬ বলে ৪৩ রান করেছেন বৈভব। ২৭ বলে ৫১ রানের দুরন্ত ইনিংস খেললেন যশস্বীও। আজ রান পেলেন না ধ্রুব জুরেল (১৮)। ১৬ বলে ২৯ রানের ইনিংস খেললেন রাজস্থান ক্যাপ্টেন রিয়ান পরাগ। তাঁরা আউট হতেই দুই ব্যাটার শুভম দুবে ও ডোনোভান ফেরেইরা দ্রুত রান তোলা শুরু করেন। ১২ বলে ৩১ রানের দুরন্ত ক্যামিও খেললেন শুভম। ইনিংসের শেষ বলে ৬ মেরে মাত্র ২৬ বলে নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করলেন এই প্রোটিয়া ব্যাটার। ২২৩ রান তাড়া করতে নেমে ৪ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে ২২৮ রান তুলে জিতে গেল রাজস্থান। শোচনীয় অবস্থা অর্শদীপ সিং ও লকি ফার্গুসনের। ৪ ওভারে ৬৮ রান দিলেন অর্শদীপ সিং। ৪ ওভারে ৫৭ রান দিলেন লকি। এবং এই আইপিএলে প্রথমবারের জন্য হারের মুখোমুখি হল পাঞ্জাব।

আজকের পর আবার কমলা টুপির মালিক হলেন বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। আজ জিতে পয়েন্টস টেবিলের তৃতীয় স্থানে উঠে এল রাজস্থান। ম্যাচের পরে দেখা গেল পাঞ্জাব দল গ্যালারিতে বল ছুঁড়ে দিচ্ছেন সমর্থকদের। আসলে, এই বছর আইপিএলে নিউ চন্ডিগড়ে এটাই শেষ ম্যাচ ছিল পাঞ্জাবের। এরপর তারা খেলবে ধর্মশালা স্টেডিয়ামে। কিন্তু আজ রাজস্থান ২২৩ রান যেভাবে সফলভাবে তাড়া করল, বাকি দলগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেই পারে। পাঞ্জাবকেও তাহলে হারানো যায়!

মেয়াদ বাড়ছে কোহলি-রোহিতদের ছেঁটে ফেলা আগরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের টেস্টজীবন শেষ হওয়ার নেপথ্যে অজিত আগরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। মোহাম্মদ শামির মতো বোলারকেও দীর্ঘ দিন ধরে ভারত জাতীয় দলের বাইরে রেখেছেন বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক। তার পরও অজিতের ওপরই ভরসা রাখতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

গৌতম গম্ভীরের মতো আগরকারের নানা সিদ্ধান্ত নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক ক্রিকেটারদের একাংশও। তবে তার ওপর বোর্ড কর্তাদের ভরসা অটুট। আপাতত আগরকারকেই প্রধান নির্বাচক রেখে দিতে চাইছে বিসিসিআই। ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত আগরকারের সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'আগরকারের সময়ে ভারতীয় দলে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আগরকার। বোর্ড তাকেই দায়িত্বে রাখতে চাইছে। আইপিএলের মাঝে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আগরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন।'

তিনি জানিয়েছেন, আগরকারকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে এবং চুক্তি চূড়ান্ত হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিষয়টি ঘোষণা করবে বিসিসিআই। সাবেক অলরাউন্ডার যে ভাবে ভারতীয় দলের তারকা সংস্কৃতিতে রাশ টেনেছেন, তা-ও খুশি করেছে বোর্ড কর্তাদের।

একাধিক কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও আগরকারের মেয়াদকালে ভারতীয় দল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাফল্য পেয়েছে। ২০২৪ এবং ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়, ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের মতো সাফল্য রয়েছে। ২০২৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল ভারতীয় দল।

ধারাভাষ্য ছেড়ে মাঠে ফিরছেন ডু প্লেসিস

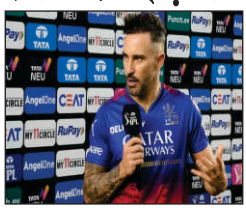

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলের চলতি আসরে ধারাভাষ্য হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিস। তবে আসরের প্রথম পর্বের মধ্যেই ধারাভাষ্যকার হিসেবে ধারাভাষ্য পর্ব শেষ করার কথা জানিয়েছেন।

এর আগে চলতি আসরের নিলাম থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ফাফ ডু প্লেসিস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে ডু প্লেসিস জানিয়েছেন, আইপিএলে তার ধারাভাষ্য পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। তিনি আইপিএলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় অনেক কিছু শিখেছেন এবং জানিয়েছেন ক্রিকেট খেলাই তার পরবর্তী লক্ষ্য।

পোস্টে তিনি লেখেন, মাঠে ফিরতে এখন পুনর্বাসনের দিকে মনোযোগ দেবেন এবং খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন। তবে পোস্টে তিনি আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার পর কোন টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন তা নির্দিষ্ট করে বলেননি।

উল্লেখ্য, ফাফ ডু প্লেসিস চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে দুইবারের আইপিএল বিজয়ী। তিনি ২০১৮ এবং ২০২১ সালের আসরে দলটির শিরোপাজয়ী দলের অংশ ছিলেন। সামগ্রিকভাবে ডু প্লেসিস ১৫৪টি আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন এবং ৩৫.১০ গড়ে ও ১৩৫.৭৯ স্ট্রাইক রেটে ৪৭৭৩ রান করেছেন।

তিনি চেন্নাইভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে বিশেষভাবে সফল ছিলেন। এসময় ৮৬ ইনিংসে ৩৫.৩৪ গড়ে ও ১৩১.৪৫ স্ট্রাইক রেটে ২৭২১ রান সংগ্রহ করেন। ডু প্লেসিস ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আরসিবি-র অধিনায়ক ছিলেন এবং ৪২টি আইপিএল ম্যাচের মধ্যে ২১টিতে দলকে জয় এনে দেন।

যেহেতু তিনি আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে নেই, তাই ডু প্লেসিস হয়তো ঘরোয়া ক্রিকেট অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের মাধ্যমে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য রাখছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR